সংবাদ

তারিখ 26 FEB 2005
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ঢাকায় ২৩ মার্চ থেকে বেসরকারি শিক্ষক সমিতির অবস্থান ধর্মঘটের ডাক

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী বাজেটে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি জাতীয়করণের জন্য অর্থ বরাদ্দের দাবিতে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আগামী ২৩ মার্চ থেকে ঢাকায় শিক্ষক প্রতিনিধিদের সকাল-সন্ধ্যা লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এছাড়া ১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান এবং ওইদিন থেকে পর্যায়ক্রমে জেলা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭ মে পল্টন ময়দানে শিক্ষক মহাসমাবেশ। এর মধ্যে সরকার দাবি মেনে না নিলে শিক্ষক মহাসমাবেশ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। শুক্রবার সংগঠনের পল্টনস্থ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- মোহাম্মদ সামসুল আলম, মোকাদ্দেম হোসেন, মাহাবুবুল আলম তালুকদার, শহিদুল ইসলাম, আবদুর রহমান বাচ্চু, আবুল কালাম আজাদ, নৃপেন্দ্রমোহন সাহা, শামসুল হক, নূর মোহাম্মদ পাটোয়ারী, কাজী মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ ইউনুছ, সাইফুল ইসলাম, বেলায়েত হোসেন, খায়রুল ইসলাম প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের একমাত্র দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, বিএনপির নির্বাচনী ইশতিহারেও এটি আছে। এ দাবি জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও আছে। এরপরও সরকার তা বাস্তবায়ন করছে না। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের পরিকল্পনা সরকারের নেই। প্রধানমন্ত্রীর এ উত্তরে শিক্ষকরা বিস্মিত হয়েছেন। অথচ গত জাতীয় সংসদের নির্বাচনী সমাবেশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার এবং ওসমানী উদ্যানে অনশনরত শিক্ষকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে এ দাবি বাস্তবায়ন করবেন বললেও এখন বেমালুম ভুলে গেছেন। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিবন্ধন নিয়ে শিক্ষকদের হয়রানি করা হচ্ছে। এছাড়া তারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ইউনিটের কম্পিউটার বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিজনিত সমস্যা সমাধানেরও দাবি জানান।